নিরাপদ কর্মপরিবেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২৩, ২৪ কারওয়ান বাজার, বিএফডিসি ভবন, ঢাকা-১২১৫
www.dife.gov.bd

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৯.০০৮.১৭.১৭৯

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৪
৩১ অক্টোবর ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

মো. কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর, ০৬/০৫/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ (এক) মাস ২৪ (চব্বিশ) দিন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রায়শই অন-নুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও তুচ্ছ অভিযোগ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তিনি ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান করেন এবং দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাথে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। তিনি দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে হয়রানি করে থাকেন।

একজন সরকারি কর্মচারি হয়ে তার এরূপ আচরণ চাকুরির শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর ও একজন ভদ্রলোকের জন্য মানানসই নয় যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং- ০১/২০১৬ রুজু করে অভিযোগনামার জবাব দাখিলসহ ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করতে ইচ্ছুক কী না জানতে চাওয়া হয়। ৩১/০১/২০১৬ তারিখে তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ থেকে অব্যাহতি প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রার্থণা করেন। ২০/০৬/২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত আবশ্যক প্রতীয়মান হওয়ায় অত্র অধিদপ্তরের যুগ্মমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব), স্বাস্থ্য শাখা, জনাব মো. মঞ্জুর কাদের খান-কে আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলোচ্য বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ১৭/০৯/২০১৭ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. কাদেরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এ বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে- মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন।

তদন্তে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় **সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক** কেন তাকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে অত্র অধিদপ্তরের ২৫/০৯/২০১৭ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.৩১.৬০৯.১৭-৮০৯/১(১) নং স্মারকে ২য় কারণ

দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি পত্রসাথ সংযুক্ত করা হয়। ০৮/১০/২০১৭ তারিখে অভিযুক্ত কর্মচারী ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি ক্ষমা চান এবং অভিযোগ হতে অব্যাহতির আবেদন জানান।

অভিযোগনামার লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. কাদেরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, রংপুর ও দিনাজপুরের আবহাওয়া তার জন্য অনুকূল না হওয়ায় তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে দাপ্তরিক কাজকর্ম করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। বারবার ছুটির আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হন, তখন নিরুপায় হয়ে অননুমোদিত ছুটি ভোগ করতেন। তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত ইচ্ছামত অফিসে আগমন ও প্রস্থান করা, প্রায়শই বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগসমূহ সত্য নয় মর্মে উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি বলেন যে, ''অসুস্থতার জন্য ছুটি চেয়ে না পাওয়ায় পূর্বে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলেও এখন সুস্থ হয়ে যাওয়ায় বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকি না।''

বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, ০৬-০৫-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ১ মাস ২৪ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ অভিযুক্ত কর্মকর্তা সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি অভ্যাসগতভাবে অনুপস্থিতির অভিযোগ অস্বীকার করলেও ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেলে মাঝে মধে অতিরিক্ত সময় অফিসে অনুপস্থিত থাকতেন বলে জানিয়েছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মো. কাদেরুল ইসলাম ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাকে একাধিকবার সতর্ক করা হয় এবং এ ধরণের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবেন বলে তিনি অঙ্গীকার করেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. কাদেরুল ইসলামের অভ্যাসগতভাবে অনুপস্থিতির অভিযোগ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়- বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসত্য বা তুচ্ছ অভিযোগ উত্থাপন করার অভিযোগ বিষয়ে অভিযোগনামার লিখিত জবাবে তিনি দাবী করেন যে, অভিযোগটি সত্য নয়। কিন্তু তার ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে তৎকালীন উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর জনাব মো. গোলাম কবির সরকার-এর বিরুদ্ধে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন।

ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি দাবী করেন যে তিনি কারো সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেননি। তিনি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে ফোন করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে ইতোপূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়েছে: এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. কাদেরুল ইসলাম বলেন যে, চাকরি না থাকার কারণে সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে টেলিফোনে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলেছেন, এজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থণা করেন এবং অনুতপ্ত বলে জানান।

তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসত্য বা তুচ্ছ অভিযোগ উত্থাপন করার অভিযোগ অভিযুক্ত কর্মচারী অনুতপ্ত বলে স্বীকার করেন।

নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জনাব মো. মোজাম্মেল হোসেন, সহকারী মহাপরিদর্শক, অভিযুক্ত

কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি উপস্থাপন করেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মো. কাদেরুল ইসলাম গত ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে তৎকালীন মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সেলফোনে তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অশালীন ও ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করায় অত্র অধিদপ্তরের ১৮/০৯/২০১৪ তারিখের স:৩নি-২/৯৯/মহা:/৪০৫ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মচারী মো. কাদেরুল ইসলাম-কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানি, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও উপরিউক্ত পর্যালোচনায় জনাব মো. কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি)-এ বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, মো. কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এ বিধি ৩ (বি)-এ বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক সরকারী চাকুরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হলো।

০২। তার নিকট সরকারের প্রাপ্য পাওনাদি (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
মহাপরিদর্শক
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ্যাক্স: ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইমেইল: chiefdife@gmail.com

নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৯.০০৮.১৭.১৭৯/১(১২)

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৪
৩১ অক্টোবর ২০১৭

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১) ভারপ্রাপ্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এর অধিশাখা , কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৫) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৬) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৭) উপ মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৮) উপমহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৯) জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, দিনাজপুর

১০) সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), হিসাব উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১১) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১২) মো. কাদেরুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর

৩১-১০-২০১৭

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া

মহাপরিদর্শক